17

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পুনঃ পরীক্ষা প্রসঙ্গে

১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির বহু খবর ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিক হইয়াছে। এইসব ত্রুটির উদাহরণস্বরূপ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ফেল করা ছাত্রকে পরে মেধা তালিকায় ১৯তম ঘোষণা, ঢাকা বোর্ডের জামালপুরের কামাল খান হাইস্কুলের ছাত্র (রোল-৬৬৭৯৩৪) পরীক্ষা দেওয়ার ১৭ দিন আগে আত্মহত্যা করিলেও তাহাকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা এবং জনৈকা পরীক্ষার্থিনীকে (রোল-৬৩৬৪৩৮) পরীক্ষায় নিয়মিত অংশগ্রহণের পরও 'বহিষ্কার' ঘোষণার কথা উল্লেখ করা যায়। ইহাছাড়া বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে 'শূন্য' দেওয়া হয়। অথচ এ সব ছাত্র-ছাত্রী অন্যসব বিষয়ে উচ্চ নম্বর পায়। আবার বহু ছাত্র-ছাত্রী উত্তর যাহা দিয়াছিল নম্বর পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী। মাত্র ৪ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া একজন ছাত্র পাইয়াছে ষ্টার মার্ক।

পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে বহু অদক্ষ এবং কম্পিউটারে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিয়াছেন। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজও অনেক শিক্ষক সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে যে করেন নাই—এমন নজীর প্রকাশিত ফলাফলের মধ্যে রহিয়াছে। ইহাছাড়া কম্পিউটারে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভুল এবং বিভ্রান্তি হইয়াছে। আর এইসব কিছুর সমষ্টি হইল একটি কলঙ্কিত ফলাফল। এবারকার এসএসসির প্রকাশিত ফলাফল সম্পর্কে যত লেখালেখি ও সমালোচনা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণে আসে না।

প্রচলিত ব্যবস্থার বাহিরে এবার এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয় এক অরাজক পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের ধর্মঘটের মধ্যে। তাহারই ফলে এত কেলেঙ্কারি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এবার সবকিছু বিবেচনা করিবেন না ইহাই আমাদের প্রত্যাশা। আর এ কারণেই আমরা অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পুনঃ পরীক্ষার জন্য প্রাপ্তি আবেদনপত্রগুলি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

—মীর মোস্তাফিজ আহমদ, ঢাকা।